

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

81421 - যবে কারাবন্দীর সময় জানার সুযোগ নহে তার নামায ও রজোজা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যবে কারাবন্দী মাটির নীচে অন্ধকার সলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, নামাযের সময় জানার তার কোন সুযোগ নহে, রমজান মাস কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে তার কাছে কোন তথ্য নহে সে কভাবে নামায ও রজোজা আদায় করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন সকল মুসলিম বন্দীর আশু মুক্তির ব্যবস্থা করদেন, নজি করুণায় তাদেরকে ধৈর্য-শক্তি ও সান্ত্বনা দান করেন, তাদের অন্তরগুলো আত্মপ্রশান্তি ও একীনদয়িভেরপুর করে দেন এবং মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশাদেন যে পথে তাঁর প্রিয়ভাজনগণ (আউলিয়াগণ) সম্মানিত হবেন এবং তাঁর শত্রুরা লাঞ্ছিত হবেন।

দুই:

আলমেগণ এই সন্ধিধান্তেপনীত হয়েছেন যে,আটক ও কারাবন্দী ব্যক্তিসালাত ও সিয়াম এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিপাবে না। বরং তাদের উপর ফরজ হল সময় নির্ধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যদি নামাযেরসময় শুরু হয়েছে মরম্প্রবল ধারণা হয়, তবে তনিসালাত আদায় করে নবিনে। অনুরূপভাবে রমজান মাস শুরু হয়েছে মরমে তার প্রবল ধারণা হলে তনিরিজো পালন করবনে।খাবারের সময়গুলো খয়োল করে অথবা কারাগারের লোকদের জিজ্ঞাসে করে তনিসময় নির্ধারণ করতে পারনে।তনি যদি সালাত ও সিয়ামেরসঠিক সময় জানার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তবে তার ইবাদত সহহি হবে ও এর মাধ্যমে তনি দায়িত্বমুক্ত হবেন;যদিও পরবর্তীতে তার কাছপ্রকাশ পায় যে, তার ইবাদত যথাসময়ে আদায় হয়েছে অথবা যথাসময়ের পরে আদায় হয়েছে অথবা কোন কিছু প্রকাশ না হোক। এর দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

[لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] (2 البقرة : 286)

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যেরে অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।”[২ আল-বাক্বারাহ : ২৮৬]

এবং আল্লাহ তাআলার বাণী:

[لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَاهَا (65 الطلاق : 7)]

“আল্লাহ যাকে যত পরিমাণ সামর্থ্য দান করছেন এর অতিরিক্ত কোনও ভার তিনি তার উপর আরোপ করেন না।”[৬৫ সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব : ৭]

তবে পরে যদি জানতে পারেন যে,তিনি ঈদরে দনিগুলোটেরোজাছিলেনতবসে রোজাগুলোকোয়া করা তার উপর ওয়াজবি। কারণঈদরে দনিরেরোজা সহিহ নয়।যদি পরবর্তীতেতিনি নিশ্চিতিভাবে জানতে পারেন যে, তিনি সঠিক সময়েরে পূর্বে সালাত বা সিয়াম পালন করছেন তাহলে সে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজবি।

আল- মূসুআ আল-ফক্বহয়্যাহ (২৮/৮৪-৮৫)গ্রন্থে রয়েছে:

“অধিকাংশ ফক্বাহ-গবষেকরে মতে, যার কাছে মাসেরে হিসাবসুস্পষ্ট নয়তিনি রমজানরে রোজা পালনরে দায়ত্ব থেকে অব্যাহত পাবেন না। বরং রোজা পালন তার দায়ত্বফেরজ হিসেবে থাকবে। যহেতে তার উপর শরয়িদায়ত্ববন্যস্ত এবংতিনি শরয়ি নরিদশেরে আওতাভুক্ত।তিনি যদি নিজেরে বচার-বুদ্ধি খাটিয়রে রমজান মাস নরিধারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করে রোজা রাখা শুরু করেনে এক্ষতেরে তার পাঁচটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা:

অস্পষ্টতা অব্যাহত থাকা এবং সঠিক সময় তার নকিটপরষিফুট না হওয়া। তার রোজা ক রমজান মাসে পালতি হয়ছে, নাকি রমজানরে আগে পালতি হয়ছে, নাকি পরে পালতি হয়ছে এর কিছুই জানতে না পারা – এ ক্ষতেরে তার পালতি রোজার মাধ্যমে তার দায়ত্ব খালাস হবে, তাকে পুনরায় রোজা রাখতে হবে না। যহেতে তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করছেন। অতএব, এর চয়ে বেশি কিছু তার দায়ত্বে বর্তাবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা :

বন্দ বিক্বতরি রোজা রমজান মাসপোলতি হওয়া-এই রোজারমাধ্যমে তার দায়ত্ব খালাস হবে।

তৃতীয় অবস্থা :

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বন্দী ব্যক্তির রোজা পালন রমজানরে পরে পালতি হওয়া- অধিকাংশ ফকিবাহবশিযেজ্ঞেগণেরমতে এই রোজা পালনরে মাধ্যমে তার দায়তিবখালাস হবে।

চতুর্থ অবস্থা:

এর দু'টি দিক হতে পারে:

প্রথম দিক: তার রোজা রমজানরে পূর্বে পালতি হওয়া এবং রমজান শুরু হওয়ার আগে তনিতি জানতে পারা।এক্ষতেররমজান মাস শুরু হলে তাকে রমজানরে রোজা পালন করতে হবে এ ব্যাপারে কোনোটো দ্বিমিত নই। কারণ নরিধারতি সময়ে তা পালন করার সামর্থ্য তার রয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: তার রোজা রমজানরে পূর্বে পালতি হওয়া এবং রমজান শেষে হওয়ার আগে তনিতি জানতে না পারা।এই রোজা পালন তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে কনি এই ব্যাপারে দু'টি মিত রয়েছে-

প্রথম মত: এই রোজা পালন তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে না। বরং এর কাযাপালন করা তার উপর ওয়াজবি।এটি মালকৌ, হাম্বলীমাযহাবরে অভমিত এবং শাফয়েী মাযহাবরে নরিভরযোগ্য মতও এটি।

দ্বিতীয় মত: এই রোজা পালন রমজানরে রোজা হিসাবে তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে। যমেনভাবআরাফাতরে দনি নরিধারণরে ব্যাপারে যদি সন্দেহে দেখা দেয় এবং হজ্জযাত্রীগণআরাফার দনিরে পূর্বহেআরাফাতে অবস্থান ননে তবে তাদরে হজ্জ শুদ্ধ হবে- এটি শাফয়েীমাযহাবরে কছি কছি আলমেরে অভমিত।

পঞ্চম অবস্থা:

“তারকছি রোযা রমজান মাসে এবং কছি রোজা রমজানরে পরে পালতি হওয়া।যে রোজাগুলোটো রমজান মাসঅথবা রমজানরে পরে পালতি হয়েছেেগেলোটো তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে রোজাগুলোটো রমজান মাসরেআগে পালতি হয়েছেে সেগেলোটো তার দায়তিব খালাসরে জন্য যথেষ্ট জন্য হবে না।” সমাপ্ত

দখুন- আল-মাজমূ (৩/৭২-৭৩), আল-মুগনী (৩/৯৬)

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জাননে।